উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম

এবং

বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

রীট পিটিশন মামলা নং-৭৩৭২/২০২১

তামান্না ফেরদৌস

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং

-------রেসপন্ডেন্টগণ।

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন সাজু, অ্যাডভোকেট

-----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব বিপুল বাগমার, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ সেলিম আজাদ, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল এবং
জনাব মোঃ সিরাজুল আলম ভুঁইয়া, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল

------রেসপন্ডেন্ট নং-১ পক্ষে।

মিস ফৌজিয়া করিম ফিরোজী, অ্যাডভোকেট

------রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখঃ ০৭/১১/২০২১ইং

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর বিধান অনুসারে আবেদনকারী কর্তৃক আনীত আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুল নিশিটি নিম্ন লিখিত শর্তে ইস্যু করা হয়:

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why they should not be directed to produce the minor girl, namely Tanisha Ferdous, now lying in the custody of the Respondent No.2 so that this Court may satisfy itself that the said minor girl is not being held in custody, without any lawful authority or in an unlawful manner and as to why the detenu should not be dealt with in accordance with law and/or pass such

other or further order or orders as to this court may seem fit and proper."

রীট আবেদনকারীর বক্তব্য এই যে, বিগত ২৫/১২/২০১১ইং তারিখে আবেদনকারী ও রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ২৫/০১/২০১৫ইং তারিখে এক কন্যা সন্তান, তানিসা ফেরদৌস জন্মগ্রহণ করে। উক্ত শিশু সন্তান জন্মের পর হতেই আবেদনকারী তার লালন-পালন ও দেখাশোনার সকল দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। শিশু সন্তান জন্মের সময় রেসপন্ডেন্ট নং-২ উপস্থিত ছিলেন না, যদিও তিনি আর্থিক সহযোগীতা করে আসছিলেন। রীট আবেদনকারী ২৩/১২/২০১৮ইং তারিখে রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর নিকট তালাকের নোটিশ প্রেরণ করেন। রেসপন্ডেন্ট নং-২ উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হলে রীট আবেদনকারীর অগোচরে ১৪/০১/২০১৯ইং তারিখে উক্ত শিশু সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান এবং তখন হতে শিশু সন্তানটি রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর হেফাজতে রয়েছে। রীট আবেদনকারী একাধিকবার রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর বর্তমান রাজশাহী শহরের বাসায় শিশু সন্তানের সাথে সাক্ষ্যাৎ করতে গেলেও তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইতোমধ্যে রেসপন্ডেন্ট নং-২ পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণেই রীট আবেদনকারী তাকে তালাক প্রদানে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি পিতার সাথে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ডি.ও.এইচ.এস এর বাসায় অবস্থান করছেন। রীট আবেদনকারী আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষক হিসেবে সেপ্টেম্বর-২০১৫ইং তারিখে যোগদান করেন। কিন্তু শিশু সন্তান লালন পালনের জন্য পরবর্তীতে উক্ত চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করেন। বিগত ২৩/০১/২০১৯, ২৬/০১/২০১৯ ও ২০/০৫/২০১৯ইং তারিখে শিশু সন্তানের সাথে সাক্ষাতের জন্য আত্মীয়-স্বজনসহ রাজশাহী যান, কিন্তু রেসপন্ডেন্ট নং-২ সন্তানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। মা হিসেবে রীট আবেদনকারী শিশু সন্তানের হেফাজত পাওয়ার অধিকারী।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে রীট আবেদনকারী অত্র হেবীয়াস করপাস রীটটি দাখিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

রেসপন্ডেন্ট নং-২ বর্তমান রুলটিতে একটি জবাবি হলফনামা (affidavit-in-opposition) দাখিল করেছেন। উক্ত হলফনামায় উল্লেখ করা হয় যে, শিশু

সন্তানের দেখাশোনার বিষয়ে আবেদনকারী সর্বদাই উদাসীন ছিলেন এবং শিশু সন্তানটির দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত গৃহপরিচালিকারা (maid servants) পালন করতেন। শিশু সন্তানটির বয়স যখন মাত্র ০৬(ছয়) মাস অর্থাৎ ২৬/১২/২০১৮ইং তারিখে অজ্ঞাত ব্যক্তির সাথে রীট আবেদনকারী তাদের ছেড়ে চলে যান, যদিও ২৩/১২/২০১৮ইং তারিখে তালাকের নোটিশ প্রেরণ করেন। আবেদনকারী শিশু সন্তান রেখে চলে গেলে রেসপন্ডেন্ট নং-২ গৃহপরিচালিকার সহায়তায় তার সেবা ও পরিচর্যা করে আসতে থাকেন। বিগত ০৯/০১/২০১৯ইং তারিখে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকা হতে রাজশাহীতে বদলি করলে তিনি রাজশাহীতে যোগদান করেন এবং তখন হতে শিশু সন্তান সহ তিনি রাজশাহীতে কর্মস্থলে পিতা-মাতার সাথে অবস্থান করছেন। আবেদনকারী কর্তৃক তালাক প্রদানের প্রায় ২(দুই) বছর পর অর্থাৎ ১১/১২/২০২০ইং তারিখে তিনি পুনরায় বিবাহ করেছেন। বিবাহের সময় তার নববিবাহিতা স্ত্রী চাকুরীরত থাকলেও শিশু সন্তানটির লালন পালনের প্রয়োজনে উক্ত চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন। শিশু সন্তানটিকে রাজশাহী নিয়ে আসার বিষয়টি আবেদনকারীর পিতা অবগত আছেন এবং তার পিতা-মাতার সম্মতিতেই শিশুটিকে রাজশাহীতে নিয়ে আসা হয়েছে। আবেদনকারী রাজশাহীতে এসে রেসপন্ডেন্ট নং-২ তার বাসায় দেখা সাক্ষ্যাতের সুযোগ করে দেন, তবে শিশু সন্তানটিকে বাহিরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি শিশুর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাতে সম্মত হননি। শিশু সন্তানটি মায়ের হেফাজতে যেতে আগ্রহী নন। ইতোমধ্যে শিশু সন্তানটি-কে প্রথমে রাজশাহী শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ-সাউথ স্কুলে ভর্তি করা হয়; বর্তমানে সে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যায়নরত। সে গনিত প্রতিযোগীতায় এলিমেন্টরী লেভেলে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং নাচের স্কুলে নিয়মিত নাচের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। শিশু সন্তানটি তাঁর হেফাজতে অত্যন্ত সুখে এবং সাচ্ছন্দে আছে। আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে শিশুটিকে তিনি লালন-পালন করছেন।

অতএব, রুলটি খারিজযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ, রীট দরখাস্ত ও জবাবি হলফনামা পর্যালোচনা করা হলো।

রুলটি ইস্যুর সময় রেসপন্ডেন্ট নং-২ কে শিশু সন্তানসহ আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রেসপন্ডেন্ট নং-২ উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে শিশু সন্তানসহ আদালতে উপস্থিত হন। আদালত, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসে রীট আবেদনকারীর সাথে শিশুটির

সাক্ষাৎ এবং একান্তে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে দেন। আদালত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি সমাধানে পৌছানোর উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু উভয়পক্ষগণ শিশুর হেফাজত সম্পর্কে কোন সমঝোতায় আসতে পারেননি।

পক্ষগণদের মধ্যে স্বীকৃত যে, রীট আবেদনকারী ঢাকার পারিবারিক আদালতে শিশুটির অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সম্পর্কে পারিবারিক আদালত আইন-১৯৮৫ অনুসারে দরখাস্ত দাখিল করেছেন, যা পারিবারিক মামলা নং-৭৩/২০২০ এখনো বিচারাধীন।

হেবিয়ার্স কর্পাস রীট মোকদ্দমায় শিশুর অভিভাবকত্ব নির্ধারনের সুযোগ নেই; সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালতেই তা নির্ধারিত হবে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালত-কে আগামী ৩১/০৩/২০২২ইং তারিখের মধ্যে উক্ত মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে এ বিষয়ে আদালতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দেওয়া হলো। বর্তমান মামলার সামগ্রিক পেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বিশেষত: শিশু সন্তানের সার্বিক কল্যানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শিশু সন্তানটি বাবার হেফাজতে থাকার সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো; এবং রীট আবেদনকারী রেসপন্ডেন্ট নং-২ এর রাজশাহীর বাসায় কিংবা রাজশাহী শহরের যেকোন স্থানে শিশু সন্তানের সাথে দেখা সাক্ষাত ও একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। তবে, রাজশাহী শহরের বাহিরে নিতে পারবেন না। এ বিষয়ে রেসপন্ডেন্ট নং-২ কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।

জেলা সমাজকল্যাণ অফিসার, রাজশাহী এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী-কে যেকোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিক সময়ে হাইকোর্ট বিভাগের অত্র বেঞ্চে পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ, মনোমালিন্য, দাম্পত্য কলহ-সহ বিভিন্ন কারণে শিশুদের হেফাজত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আদালত এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, পারিবারিক আদালতসমূহে শিশুদের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সম্পর্কে মামলাসমূহ দীর্ঘ সময় ধরে চলমান। আদালতের নজরে এসেছে যে, ২০১০ সাল, ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালের দাখিলকৃত মামলাসমূহ এখনো বিচারাধীন। শিশুদের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সম্পর্কে মামলাগুলো এতো দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকা দুঃখ ও হতাশাজনক এবং ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। এসকল মামলাসমূহ দ্রুত

নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায়, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৯ অনুযায়ী দেশের সকল পারিবারিক আদালতসমূহকে শিশু সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সম্পর্কিত মামলাসমূহ যাতে মামলা দায়েরের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আদালত আরো পর্যবেক্ষণ করেছে যে, পারিবারিক আদালতসমূহের বিভিন্ন আদেশ বিশেষত: শিশু সন্তানকে দেখা-সাক্ষাতের আদেশ সংশ্লিষ্ট পক্ষ মান্য করছেন না; ফলশ্রুতিতে তারা হাইকোর্ট বিভাগে এসে হেবিয়াস কর্পাস অধিক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা-১৯ অনুযায়ী পারিবারিক আদালত-কে অবমাননা করা হলে অবমাননাকারীকে মাত্র দুইশত টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। সময়ের বাস্তবতায় পারিবারিক আদালত অবমাননায় শাস্তির এই বিধানটি সংশোধন করে আরো কঠোর করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সিভিল জেল এবং পর্যাপ্ত জরিমানার বিধান প্রণয়ন সময়ের বাস্তবতা। আদালত, প্রত্যাশা করে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাসহ অত্র রীট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

তবে খরচের বিষয়ে কোন আদেশ দেওয়া হলো না।

অত্র আদেশের কপিটি পারিবারিক আদালত ও ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকাসহ ১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩। রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (দেশের সকল পারিবারিক আদালতের নিকট অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রেরণের পদক্ষেপ নিবেন), ৪। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী, ৫। জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, রাজশাহী- এর নিকট প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান:

আমি একমত